“গবাদিপশুর নিরাপদ পরিবহন প্রাণিকল্যাণ আইনের বাস্তবায়ন”

গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকরণ পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয়ঃ

হৃষ্টপুষ্টকরণে করণীয়ঃ

১. দেড় থেকে দুই বছরের সুস্থ ষাড় গরু ক্রয় করতে হবে।

২. হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের পূর্বে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকা দিতে হবে।

৩. সুষম খাবারের পাশাপাশি ইউরিয়া ও মোলাসেস দিয়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত খড় খাওয়াতে হবে।

৪. হৃষ্টপুষ্টকরণে কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।

৫. পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও ঘাস খাওয়াতে হবে।

৬. প্রয়োজনে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের সাহায্য নিতে হবে।

পশুর চামড়া ছাড়ানো বিষয়ে করণীয়ঃ

১. পশু জবাই করার পূর্বে ভালোভাবে গোসল করাতে হবে এবং প্রচুর পানি পান করাতে হবে।

২. ধারালো ছুরির সাহায্যে জবেহ করার স্থান থেকে গলা, সিনা ও পেটের উপর দিয়ে সোজাসুজি দাগ কাটতে হবে।

৩. সামনের দু'পায়ের হাঁটু থেকে সিনা পর্যন্ত একটি দাগ কেটে প্রথম দাগের সাথে যোগ করতে হবে এবং অনুরুপভাবে পিছনের দু'পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে দাগ কেটে প্রথম দাগ পর্যন্ত কাটতে হবে।

৪. ছাড়ানো চামড়া যথাশীঘ্র বিক্রয়/সংগ্রহ/প্রক্রিয়াজাত করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়ঃ

১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করতে হবে।

২. পশু জবাই করার পর রক্ত যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি না করে সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলতে হবে।

৪. পশু জবাইয়ের স্থান পানি দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে।

“পশুর নিরাপদ পরিবহনে প্রাণিকল্যাণ আইন-২০১৯ অনুসরণ করতে হবে”

জনসচেতনতায়ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
প্রচারেঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়